দর্শনা সীমান্তে ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর সীমান্ত দিয়ে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২টায় বাংলাদেশ বিজিবি ও ভারতের বিএসএফ এর মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে এ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আটক হওয়া ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দিয়েছে ভারত।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আইসিপি দিয়ে তাদের বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়। চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক এই ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতের গেদে ৩২ বিএসএফ দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ফেরত দেয়।

পতাকা বৈঠক শেষে ভারতের হেফাজত থেকে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে বিজিবি।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক নাজমুল হাসান জানান, ফেরতপ্রাপ্তরা ভারতের হায়দ্রাবাদ জেলখানায় বন্দি ছিলেন।

ফেরতকৃতদের মধ্যে ১২ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ রয়েছে। আটককৃত হলো নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার চানগাজি গ্রামের বেলাল হোসেনের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (১৯), বরিশাল জেলার কাজিরহাট থানার সন্ধার মানিক গ্রামের আব্দুর রহমান সরদারের মেয়ে মীম (১৫), মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার সিকারপুর গ্রামের আয়রিন আক্তার (১৭), নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার লোকমান খন্দকার গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে উম্মে হানি সানু (১৮), গাজীপুর জেলার রেউলা বাড়ি গ্রামের আলী মোল্লার মেয়ে মিম (২০), খুলনা জেলার খুলনা সদর থানার হাজী বাড়ি গ্রামের বাবু মিয়ার মেয়ে চাহিদা আক্তার মিম (২৪), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার ধরিমহিষদিয়া গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের মেয়ে আফরিন খানম (২৭), রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার

রাজবাড়ী গ্রামের আব্দুল ফকিরের মেয়ে আাবেদা আক্তার (২০), নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার গাজুটিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে শিউলি বেগম (৩২), চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার চন্দ্রবাস গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের মেয়ে রওশন আরা খাতুন (২৩), পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার নবীনগর গ্রামের কালো চকিদারের মেয়ে আক্তার (২৬), চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার দক্ষিণ সাইদবাড়ি গ্রামের মোস্তাদিরের মেয়ে রোমান (৪২), শরীয়তপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার মাল্লিককান্দি গ্রামের মানিক মোল্লার ছেলে রাশেদ মোল্লা (২১), বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার উত্তর আমড়াগাছিয়া গ্রামের সবুর খানের ছেলে আলাউদ্দিন আপন (২২), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার মহেশদিয়া গ্রামের মৃত নূর শেখের ছেলে আরিফ (৩১), নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ইসলামপুর গ্রামের গোলাম মোল্লার ছেলে হাবিব মোল্লা (৩৪), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার মহিষদিয়া গ্রামের মুনসুর মোল্লার ছেলে তারেক মোল্লা (৩০), নড়াইল জেলার কালিয়া থানার বিন্দারচর গ্রামের মীর মোহাম্মদ আলীর ছেলে রোশান আরিজ (৩৫), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার উত্তর পাইকপাড়া গ্রামের যোগেশ্বর দাসের ছেলে কৃষ্ণ চন্দ্র দাস (২৩), ঢাকা জেলার দোহার থানার কাঠালিয়া গ্রামের শামসুদ্দিনের ছেলে সালাউদ্দিন (৫১), নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার দরিয়া গ্রামের সিদ্দিকুল ইসলামের মেয়ে মোসাম্মৎ সাথী পারভিন (৩০) ও ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার যামুন গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে আরমান আলী (২৩)।

এরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল। এদের এক সপ্তাহ আগে ভারতীয় বিএসএফ আটক করে।

আজ তাদের দর্শনা সীমান্ত দিয়ে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে তাদের দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৪ বাংলাদেশিকে ঠেলে

দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন যশোর কোতোয়ালি থানার মৃত মশিয়ার রহমানের ছেলে তাহাজ্জেল হোসেন (৩৫), সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ থানার হারান সরকারের স্ত্রী সুলতা সরকার (৪২), সাতক্ষীরা শ্যামনগর থানার মহিদুল ইসলামের স্ত্রী মনোয়ারা (৩৫) এবং মাদারীপুর রাজৈর থানার ধ্রুব বারুরীর স্ত্রী তৃপ্তী বারুরী (৩৫)।

স্থানীয় সূত্র ও মুজিবনগর থানা পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা ভোগ শেষে বুধবার সকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ চারজনকে বিএসএফ সীমান্ত পার করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
তাদেরকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাই শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে সীমান্ত দিয়ে ১৮ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

হাবিলদার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টহল দল আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্ত মেইন পিলার ১৪১ হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মথুরাপুর বাঁশবাগান এলাকা থেকে ৬ জনকে, শেওড়াতলা বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট থেকে ৩ জন এবং কাজিপুর বিওপির টহল দল সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫ ও ১৪৬ এর মাঝখান থেকে ৯ জনকে আটক করেন।

এ নিয়ে বিএসএফকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সাড়া পাওয়া গেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক করা হবে।

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বাংলাদেশি গ্রেফতার

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সম্প্রতি এক অভিযানে চাঁদাবাজি করার সময় তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, যত্রতত্র দোকান বসানো এবং সেসব দোকান থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেফতার বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি অর্থ আদায়সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করা রয়েছে।

কুয়েতে ফুটপাতে দোকান বসানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইন অমান্য করে অনেক বিদেশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফুটপাত, মসজিদের সামনে, শহর এলাকার বিভিন্ন গলিতে অস্থায়ী দোকানের পশরা সাজিয়ে বসে।

এসব দোকানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি চাঁদাবাজ

চক্র। অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রের সদস্যরা নিয়মিত দোকানিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে। এমনকি কিছু প্রবাসী বাংলাদেশিও এই চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সূত্র: সময় টিভি ।

মেহেরপুরের রংমহল সীমান্তে ৮ বাংলাদেশিকে পুশ-ইন করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৩৬ ও ১৩৭ নম্বর পিলারের মাঝামাঝি গেট দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয় বিএসএফ।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ময়মনসিংহ জেলার টিটু শেখ (৪৫), আশরাফুল ইসলাম (৩৫), খুলনার দৌলতপুরের আমিনুল ইসলাম (২৮), নড়াইল জেলার আবেজান খাতুন (৪০), জামালপুরের ফাইমা আক্তার (২৭), নাছিমা আক্তার (৩৬), শিশু রহিম (৫) ও রোহান (৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইনকৃত ব্যক্তিরা সীমান্তবর্তী সড়ক দিয়ে দেশের ভেতরের দিকে আসার সময় টহলরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়লে বিজিবি সদস্যরা তাদের আটক করে রংমহল বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যান।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, পুশ-ইন হওয়া আটজনের মধ্যে দুইজন শিশু, তিনজন নারী এবং তিনজন পুরুষ রয়েছেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা, খুলনা ও জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায়।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিরা জানান, তারা দীর্ঘদিন ভারতের জেলে থাকার পর গতকাল ভারতীয় পুলিশ তাদের বিএসএফ-এর কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ তাদের সীমান্তের গেট দিয়ে বের করে দেয়, সেখান থেকে বের হয়ে আসার সময় আমাদের বিজিবি আটক করে।

রংমহল বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার বাশারুল ইসলাম জানান, “ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তারকাঁটার বেড়া পার করে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। বিজিবি তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।”

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের চিঠি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির এই কর্মকর্তা।

বাংলাদেশিদের ‘পুশইন’ বন্ধে বিজিবির কড়া বার্তা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকে ‘পুশইন’ বন্ধে কঠোর আপত্তি জানিয়েছে বিজিবি। বিজিবি বলেছে, ভারতে অবৈধভাবে অভিবাসনকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ফেরত পাঠানো আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন দর্শনা বিওপির মেইন পিলার ৭৬ এর শূন্য রেখায় এ অনানুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক হয়। এতে বিজিবি পক্ষে নেতৃত্ব দেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং বিএসএফ পক্ষে ৩২ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমার।

বৈঠকে বিজিবি কমান্ডার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে পাঠিয়ে দেওয়া ‘পুশইন’ একটি গুরুতর অনিয়ম। তিনি বলেন, “এটা সীমান্ত আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।”

তিনি বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে অনুরোধ করেন, কোনো বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন হলে, তা যেন সঠিক প্রক্রিয়ায় বিজিবিকে অবহিত করে, তালিকা হস্তান্তর এবং পরিচয় যাচাই সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে বিএসএফ কমান্ড্যান্ট জানান, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য লোকাল কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বৈঠকে সীমান্ত হত্যা বন্ধ, চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, যৌথ টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার বিষয়েও দু’পক্ষ একমত হয়।

বৈঠক শেষে দুই দেশের কমান্ডাররা মেইন পিলার ৭৬ পরিদর্শন করেন। পতাকা বৈঠকটি সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়।

মুজিবনগরে নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মুজিবনগরে নারী ও শিশুসহ ১৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

রবিবার ভোররাতে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

তারা সীমান্ত পার হয়ে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার এলাকায় অবস্থান করলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ৯ জন শিশু, ৫ জন নারী ও ৫ জন পুরুষ। আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার কাঠগিরি গ্রামের আব্দুল জলিলের মেয়ে মোমেনা খাতুন এবং তার

তিন ছেলে মোজাম্মেল হক (২৩), মোস্তাক আহমেদ (১৯) ও কাবিল (১১)। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার জয়মঙ্গল ১১ মাথা গ্রামের জালালউদ্দিনের ছেলে মইনুল ইসলাম, তার স্ত্রী কাঞ্চন বেগম এবং তাদের তিন সন্তান কারণ (১৪), রবিউল (৭) ও মরিয়ম (৪)। লালমনিরহাট জেলার সদর থানার চুঙ্গগাড়া গ্রামের মৃত গণেশ চন্দ্র পালের ছেলে নিতাই চন্দ্র পাল, তার স্ত্রী গীতা রানী পাল এবং তাদের তিন মেয়ে পার্বতী পাল (১৫), পূজা রানী পাল (৭) ও আরতী পাল (৩)। কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার কুঠিচন্দ্রখানা গ্রামের খলিলের ছেলে আমিনুল ইসলাম, তার স্ত্রী পারুল এবং তাদের দুই মেয়ে আমেনা (৪) ও আরফিনা (১১ মাস)।

আটককৃতরা জানান, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময়ে কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে বসবাস করছিলেন।

প্রায় ছয়-সাত দিন আগে ভারতের হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে রাখা হয়। পরে রবিবার ভোরে মুজিবনগরের সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশব্যাক করে বিএসএফ।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটককৃতরা কেদারগঞ্জ বাজারের বিআরটিসি কাউন্টারে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করে থানায় আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী- শিশুসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।